**কোলকাতা উচ্চ আদালতে**

**দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ার**

**আপিল বিভাগ**

**বর্তমানঃ**

**বিচারপতিদ্বয় শেখর বি. সরাফ,**

**২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ১৭২১৫**

**[নিযুক্ত]**

**শ্রী অরূপ ঘোষ**

**বনাম**

**ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য**

| | |
|---|---|
| **আবেদনকারীর জন্যঃ** | **শ্রী অরিজিত চক্রবর্তী** |
| | **শ্রী নীলোৎপল চৌধুরী** |
| | **শ্রী প্রবীর বেরা** |
| **শুল্ক কর্তৃপক্ষের জন্যঃ** | **শ্রী কে. কে. মাইতি** |
| | **শ্রী তপন ভঞ্জার** |
| **শুনানীঃ** | **৬ই অক্টোবর, ২০২৩** |
| **রায়ঃ** | **৬ই অক্টোবর, ২০২৩।** |

**<u>বিচারপতি শেখর বি. সরাফঃ</u>**

পক্ষগুলির সম্মতিতে, বিষয়টি বিবেচনার জন্য নেওয়া হয়।

এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন যেখানে রিট আবেদনকারী কাস্টমস ব্রোকারস লাইসেন্সিং রেগুলেশন, ২০১৮-এর ধারা ১৭ অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার কারণে ব্যথিত। (এরপরে 'সি. বি. এল. আর, ২০১৮' নামে পরিচিত)।

আবেদনকারী আরও ১০ই মে, ২০২১-এ পাস হওয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন যা ৬ই জুলাই, ২০২১-এ পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছিল।

মামলার প্রকৃত ম্যাট্রিক্সটি হল আবেদনকারীকে সিবিএলআর, ২০১৮-এর কিছু বিধান লঙ্ঘনের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল যা পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। তবে, কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সময়ের মধ্যে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি লক্ষণীয় যে এই সময়কালটি ২০২১ সালের আগস্ট মাসে একটি উপসংহারে পৌঁছেছিল তবে এই রিট পিটিশন দাখিলের তারিখ, অর্থাৎ ২৮ জুলাই, ২০২২ পর্যন্ত তদন্তের বিষয়ে কোনও অগ্রগতি হয়নি।

রিট পিটিশন, পক্ষগুলির মধ্যে বিনিময় করা হলফনামা এবং পক্ষগুলির জমা দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে বসে আছে এবং উপরোক্ত বিধিমালা অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমা লঙ্ঘন করছে। এই সময়সীমা বাধ্যতামূলক কিনা তা নিয়ে অনেক রায় রয়েছে। একই ধরণের বিষয়ে হাইকোর্ট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করেছে। তবে, একই বিষয়ে গভীরভাবে না গিয়ে, এই আদালতের অভিমত হল যে ৯০ দিনের সময়সীমা বাধ্যতামূলক না হলেও ৯০ দিনের সময়সীমা ৯০ দিনের পর নয় মাসেরও বেশি সময় ধরে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম মুলতুবি রাখা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ। কেন তদন্ত করা যায়নি তার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বদলির ক্ষীণ ভিত্তিও ভালো নয়। আজ পর্যন্ত কোনও তদন্ত প্রতিবেদন রেকর্ডে নেই। কর্তৃপক্ষের এই ধরনের পদক্ষেপকে বিদ্বেষপূর্ণ এবং স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হয়েছে বলে এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যাবে না।

তদনুসারে, কর্তৃপক্ষকে উক্ত তদন্ত শেষ করার জন্য নতুন কর্মকর্তা নিয়োগের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এটা সাধারণ আইন যে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেনশন হতে পারে না এবং যেহেতু কর্তৃপক্ষ সময়সীমার মধ্যে তদন্ত শেষ করেনি, তাই সাসপেনশন আদেশ স্থগিত থাকবে এবং আবেদনকারীকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশ পাস হওয়ার পরে, যদি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে আবেদনকারীকে আর কাজ করতে দেওয়া হবে না।

উপরের এই পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর সঙ্গে, ২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এ ১৭২১৫ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সমস্ত পক্ষকে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করতে হবে।

**(বিচারপতি শেখর বি. সরাফ,)**

এস ডি


## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/ Upama Ganguly**